

সূরা ৩৮ : সাদ, মাক্কী

৩৮ - سورة ص مَكِّيَّة

(আয়াত ৮৮, রুকু ৫)

(آيَاتُهَا : ٨٨ رُكُوعَاتُهَا : ٥)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!	١. صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
২। কিন্তু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।	٢. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ
৩। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিলনা।	٣. كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

হুরফে মুকাত্তা‘আত যেগুলি সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, ওগুলির পূর্ণ তাফসীর সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ এখানে মহান আল্লাহ কুরআনুল হাকীমের শপথ করছেন এবং ওকে শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ বলছেন। কেননা এর কথার উপর আমলকারীদের দীন ও দুনিয়া সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে :

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আশিয়া, ২১ : ১০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ), ইব্ন ওয়াইনাহ (রহঃ), আবু হুসাইন (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) ذِي

الذِّكْرِ এর ব্যাখ্যায় বলেন : এটি হল অতি সম্মানের । (তাবারী ২১/১৩৯, ১৪০)  
এই দুই মতামতের মধ্যে কোন মতদ্বৈততা নেই । কারণ এটি এমন একটি মহান  
গ্রন্থ যাতে রয়েছে দিক নির্দেশনা এবং এটিকে যে মেনে চলতে ইচ্ছুক নয় তার  
জন্য সতর্ক বাণী । এ প্রতিজ্ঞা করার কারণ অন্য এক আয়াত থেকে জানা যায় ।

### إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে । ফলে তাদের ক্ষেত্রে  
আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব । (সূরা সাদ, ৩৮ : ১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে,  
এই শপথের জবাব হল এর পরবর্তী আয়াতটি :

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ কিছু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায়  
ডুবে আছে । ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ মতামতকেই পছন্দ করেছেন ।  
(তাবারী ২১/১৪০)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ কিছু কাফিরেরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায়  
ডুবে আছে । অর্থাৎ এই কুরআন হল তাদের জন্য স্মরণিকা যারা স্মরণ করতে  
চায় এবং এতে আরও রয়েছে তাদের জন্য পথ নির্দেশ যারা সৎ পথে পরিচালিত  
হতে চায় । কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিরেরা এ থেকে কোন উপকার লাভ করেনা ।  
কারণ তারা উদ্ধাত এবং অহংকারী । তারা সব সময় কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে  
নেয় এবং এর বিরোধিতা করে । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন  
করছেন এবং যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে হুশিয়ার  
করে দিচ্ছেন যে, তারা তাদের নাবীগণের মাধ্যমে যে আসমানী কিতাব প্রাপ্ত  
হয়েছিল তা অবিশ্বাস করা এবং নাবীগণকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যেমন ধ্বংস  
হয়ে গিয়েছিল তেমনিভাবে তাদেরও যেন ঐ অবস্থা না হয় । তিনি বলেন :

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস  
করেছি । পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে এরূপই অপরাধের কারণে ধ্বংস করে  
দেয়া হয়েছে । আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তারা খুব কান্নাকাটি করেছিল ।  
কিন্তু ঐ সময় সবই বৃথা হয়েছিল । যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُوا وَآرْجِعُوا إِلَى مَا  
أُتِرْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। তাদেরকে বলা হল : পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১২-১৩) আত তামিমী (রহঃ) বলেন :

فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ এ আয়াত সম্পর্কে আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : এর অর্থ হচ্ছে এখন পালানোরও সময় নয় এবং ফরিয়াদেরও সময় নয়। তখন ফরিয়াদ কেহ শুনবেনা এবং কিছু উপকারও করতে পারবেনা। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন : যতই কান্নাকাটি ও চীৎকার করুক না কেন সবই বিফল হবে। ঐ সময় তাওহীদকে স্বীকার করলেও কোন লাভ হবেনা এবং তাওবাহ করেও কোন উপকার হবেনা। (দুররুল মানসুর ৭/১৪৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তারা অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ করতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের কাছে তাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এখনতো পালিয়ে যাওয়ার কিংবা দৌড়ে কোথাও লুকিয়ে থাকার সময় নেই। আল্লাহই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

৪। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিরেরা বলে : এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী,	٤. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
৫। সে কি অনেক মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!	٥. أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ
৬। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে : তোমরা চলে যাও	٦. وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ

<p>এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অটল থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।</p>	<p>أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ</p>
<p>৭। আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র।</p>	<p>۷. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِمَلَّةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا آخْتِلَقُ</p>
<p>৮। আমাদের মধ্য হতে কি তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হল? প্রকৃত পক্ষে তারা আমার কুরআনে সন্দিহান, তারা এখনও আমার শাস্তি আশ্বাদন করেনি।</p>	<p>۸. أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ</p>
<p>৯। তাদের নিকট কি রয়েছে অনুগ্রহের ভান্ডার তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?</p>	<p>۹. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ</p>
<p>১০। তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছুর উপর? থাকলে তারা সিড়ি বেয়ে আরোহণ করুক।</p>	<p>۱۰. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ</p>
<p>১১। বহু দলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।</p>	<p>۱۱. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ</p>

## মূর্তি পূজকরা আল্লাহর বাণী, তাওহীদ এবং কুরআন শুনে হয়েছিল বিস্ময়াভিভূত

মুশরিকরা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে আগনের ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতামূলক বিস্ময় প্রকাশ করেছিল এখানে আল্লাহ তা‘আলা তারই খবর দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২) এখানে রয়েছে :

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

أَجَعَلَ الْإِلَٰهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ তারা বিস্ময়বোধ করেছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এলো এবং কাফিরেরা বলে উঠল : এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের উপর বিস্ময়ের সাথে সাথে আল্লাহর একাত্মবাদের উপরও তারা বিস্ময়বোধ করেছে এবং বলতে শুরু করেছে : দেখ, এ লোকটি এতগুলো মা‘বুদের পরিবর্তে বলছে যে, আল্লাহ একমাত্র মা‘বুদ এবং তাঁর কোন প্রকারের শরীকই নেই। ঐ নির্বোধদের তাদের বড়দের দেখাদেখি যে শিরক ও কুফরীর অভ্যাস ছিল, তার বিপরীত শব্দ শুনে তাদের অন্তরে আঘাত লাগে। তারা তাওহীদকে একটি অদ্ভুত ও অজানা বিষয় মনে করে। তাদের বড় ও প্রধানরা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের অধীনস্তদের সামনে ঘোষণা করে : তোমরা তোমাদের প্রাচীন মাযহাবের উপর অটল থেক। তোমরা মুহাম্মাদের তাওহীদের বাণী শুননা। তোমরা তোমাদের মা‘বুদগুলোর ইবাদাত করতে থাক।

إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ এ লোকটিতো শুধু নিজের মতলব ও স্বার্থের কথা বলছে। এর মাধ্যমে সে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। তোমরা তার অধীনস্ত হয়ে থাক এটাই তার বাসনা। (তাবারী ২১/১৫২)

### ৩৮ : ৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

আবু জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আবু তালিব যখন খুব অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যা তখন অভিশপ্ত আবু জাহলসহ কুরাইশের কিছু লোক তার কক্ষে প্রবেশ করে এবং বলে : আপনার ভাইয়ের ছেলে আমাদের দেবতাদেরকে অবজ্ঞা করে, সে অমুক অমুক কাজ করছে এবং বলছে। আপনি তাকে ডেকে পাঠান এবং বলে দিন যেন সে এরূপ না করে। সুতরাং তিনি তাঁকে খবর দেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে চলে আসেন। আবু তালিব এবং অভিশপ্ত আবু জাহলের মাঝখানে একজন লোকের বসার মত জায়গা খালি ছিল। আবু জাহল আশংকা করল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি ঐ জায়গায় আবু তালিবের পাশে বসেন তাহলে তাঁর সাহচর্যের কারণে আবু তালিবের হৃদয় ইসলামের দিকে ঝুকে যাবে। তাই সে লাফ দিয়ে উঠে ঐ খালি জায়গায় বসে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে বসার কোন জায়গা না পাওয়ায় দরবার এক পাশে বসলেন। আবু তালিব তাঁকে বললেন : হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে যে, তুমি নাকি তাদের দেবতাদের ব্যাপারে কটুক্তি করছ এবং এরূপ এরূপ কথা বলছ? তারা তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ নিয়ে এসেছে। এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে আমার চাচা! আমি তো তাদের কাছ থেকে শুধু একটি শব্দের স্বীকৃতি চাচ্ছি, যদি তারা তা করে তাহলে সমগ্র আরাব জাতি তাদেরকে অনুসরণ করবে এবং অনারাবরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলতে চাচ্ছেন তা তারা চিন্তিত মনে বুঝতে চেষ্টা করল এবং শেষে বলল : একটি মাত্র শব্দ! তোমার পিতার শপথ! একটি নয়, বরং আমরা দশটি শব্দও বলতে রাযী আছি। বল, কি সেই শব্দ? আবু তালিবও বললেন : হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! সেই শব্দটি কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তা হল لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। এ কথা শোনার সাথে সাথে তারা সবাই রাগে-ক্রোধে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের পরিধেয়

বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এই বলে চলে গেল :

أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ সে কি অনেক মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! তখন এই আয়াতটিসহ عَذَابٌ لِّمَا يَذُوقُوا অবতীর্ণ হয়।

তারা বলল : الْمَلَّةَ الْآخِرَةَ : আমরাতো এর পূর্বের ধর্মাদর্শে (অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্ম) তাওহীদের এরূপ কথা শুনিনি। যদি এটা সত্যি হত তাহলে নিশ্চয়ই খৃষ্টানরা আমাদেরকে বলে দিত। এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র। (তাবারী ২১/১৫২) এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা কথা। এটা কতই না বিস্ময়কর কথা যে, আল্লাহকে দেখাই গেলনা, আর তিনি এ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল করলেন! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

لَوْلَا تَزْلَ هَذَا الْفَرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১) তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩২) মোট কথা, এই প্রতিবাদও তাদের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক ছিল। প্রবল প্রতাপাধ্বিত আল্লাহ বলেন :

بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি। কাল কিয়ামাতের দিন যখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার শাস্তি আশ্বাদন করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন তা'ই দিয়ে থাকেন। সম্মান দান

ও লাঞ্ছিতকরণ তাঁরই হাতে। হিদায়াত দান ও বিভ্রান্তকরণ তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাঁর উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ করেন। তিনি যার অন্তরে চান মোহর মেরে দেন। তিনি ছাড়া হিদায়াত দানের ব্যাপারে মানুষের অধিকারে কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন, নিরুপায় ও বাধ্য। অণু পরিমান জিনিসের উপরেও তাদের কোন ক্ষমতা নেই। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন :

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ  
অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার রবের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা? অর্থাৎ তা তাদের নেই। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. أَمْ تَحْسُدُونَ  
النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ  
وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا<sup>১</sup>

তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবেনা। তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইবরাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৩-৫৫) অন্যত্র বলেন :

قُلْ لَّوِ اُنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَا مَسْكَكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ  
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

বল : যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও ‘ব্যয় হয়ে যাবে’ এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষতো অতিশয় কৃপণ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০০) সালিহকেও (আঃ) তাঁর কাওম বলেছিল :



أَلْقَىٰ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ سَيَعْمُونَ غَدًا مِّنَ  
الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সেতো একজন মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। (সূরা কামার, ৫৪ : ২৫-২৬) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ  
তাদের কি কর্তৃত্ব আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর উপর? থাকলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহন করুক। বহু দলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন : এখানে উপরে আরোহনের কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ২১/১৫৬) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : তাহলে তারা সপ্তম আকাশে আরোহন করুক দেখি! (তাবারী ২১/১৫৭) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাছ বলেন :

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ  
বহু দলের এই বাহিনীও সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। অর্থাৎ তারা এবং তাদের পূর্ববর্তীরা যেমন তাদের অবিশ্বাস, আত্মসন্ত্রস্ততা এবং বিরোধিতার কারণে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরাও তেমনি তাদের পূর্বসূরীদের মত অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَمْ يَقُولُونَ خُنْ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৪-৪৫) এর পরে রয়েছে :

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ

অধিকন্তু কিয়ামাত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (সূরা কামার, ৫৪ : ৪৬)

১২।	তাদের	পূর্বেও	
রাসূলদেরকে	মিথ্যাবাদী	কَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ	

বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, 'আদ, বহু শিবিরের অধিপতি ফির'আউন -	وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ
১৩। আর হামুদ, লুত সম্প্রদায় ও আইকা'র অধিবাসী। তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।	۱۳. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ
১৪। তাদের প্রত্যেকেই রাসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে যথার্থ।	۱۴. إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ
১৫। তারাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের যাতে কোন বিরাম থাকবেনা।	۱۵. وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ
১৬। তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও।	۱۶. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

### পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে

পূর্বযুগীয় এসব কাফিরের ঘটনা বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পাপের কারণে কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পূর্বযুগের ঐ সব কাফিরের দল ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং শক্তি-সামর্থ্যে এ যুগের এসব কাফিরের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। এদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং শক্তি-সামর্থ্য তাদের তুলনায় অতি

নগণ্য। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তি এসে যাবার পর এগুলি তাদের কোনই উপকারে আসেনি।

إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা অতীত যুগের ঐ সব কাফিরদের ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা ছিল রাসূলদের চরম শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ এরাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবেনা। আল্লাহ যখন ইসরাফীল (আঃ) মালাককে আদেশ করবেন তখন তা এমন সময় ঘটবে যখন তারা ধারণাও করতে পারবেনা। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে এবং তা কানে আসা মাত্রই সবাই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। ঐ লোকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা যাদেরকে আল্লাহ স্বতন্ত্র করে নিবেন।

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ তারা বলে : হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে ঐ লোকদেরকে সাবধান করছেন যারা বলে যে, কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য যে আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে তা যেন কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আগেই, এই দুনিয়ায় থাকতেই তাদেরকে দেয়া হয়। قِطْنَا হচ্ছে লিখিত পুস্তক অথবা দলীল-দস্তাবেজ কিংবা তাকদীরে যা লিখিত রয়েছে তার বর্ণনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ) প্রমুখ বলেন : তাদের তাকদীরে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তারা পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে। (তাবারী ২১/১৬৪, দুররুল মানসুর ৭/১৪৮) যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَاٰنَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَتِّنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩২)

এ কথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের জান্নাতের অংশ দুনিয়ায়ই চেয়েছিল। তারা যা কিছু বলেছিল তা সবই মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করার কারণেই ছিল। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি এই যে, ভাল কিংবা মন্দ যা'ই তাদের ভাগ্যে থেকে থাকুক তা যেন দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়। (তাবারী ২১/১৬৫) এ উক্তিটিই সঠিক। যাহহাক (রহঃ) ও ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদের (রহঃ) তাফসীরের সারমর্মও এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তারা এটা বলত তামাশা এবং বিদ্‌পের ছলে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বিদ্‌পের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছেন এবং পরিণামে তিনিই যে জয়যুক্ত হবেন সেই সুখবর জানিয়ে দিচ্ছেন।

<p>১৭। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আর স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহর অভিমুখী।</p>	<p>١٧. أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ رَأْوَبٌ</p>
<p>১৮। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, ওরা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।</p>	<p>١٨. إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ</p>
<p>১৯। এবং সমবেত বিহংগকুলকেও, সবাই ছিল তার অভিমুখী।</p>	<p>١٩. وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ رَأْوَبٌ</p>
<p>২০। আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফাইসালাকারী বাগিতা।</p>	<p>٢٠. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَعَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ</p>

## দাউদ (আঃ)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ٱلْأَيْدِ দ্বারা জ্ঞান ও আমল সম্পর্কীয় শক্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/১৬৬, ১৬৭) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বাধ্যতায় শক্তি। দাউদকে (আঃ) ইবাদাতের শক্তি এবং ইসলামের বোধশক্তি দান করা হয়েছিল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দাউদ (আঃ) রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় তাহাজ্জুদ সালাতে কাটিয়ে দিতেন এবং জীবনের অর্ধেক সময় সিয়াম পালন করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সালাত হল দাউদের (আঃ) সালাত এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় সিয়াম হল দাউদের (আঃ) সিয়াম। দাউদ (আঃ) অর্ধরাত্রি শুইয়ে থাকতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত সালাতে কাটিয়ে দিতেন। তারপর এক ষষ্ঠাংশ রাত আবার ঘুমাতে। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং পরদিন সিয়ামহীন অবস্থায় থাকতেন। আর দীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেননা। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার দিকে রুজু’ করতেন। (ফাতহুল বারী ৩/২০, মুসলিম ২/৮১৬)। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَسْجُدُ لَأُوبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۖ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ

হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংকূলকেও। (সূরা সাবা, ৩৪ : ১০) অনুরূপভাবে পক্ষীকূলও তাঁর শব্দ শুনে তাঁর সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করত। উড়ন্ত পাখী তাঁর পাশ দিয়ে গমন করত। ঐ সময় তিনি তাওরাত পাঠ করলে তাঁর সাথে পাখীরাও তাওরাত পাঠে নিমগ্ন হয়ে পড়ত এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে স্থির হয়ে যেত। আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অনুযায়ী দাউদের (আঃ) সাথে পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময়

উম্মে হানীর (রাঃ) ঘরে আট রাক‘আত সালাত আদায় করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : আমার ধারণা এই যে, এটাও সালাতের সময়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন : তারা তার সাথে সকাল-সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল (রাঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) চাশতের সালাত আদায় করতেননা। আমি একদা তাকে উম্মে হানীর (রাঃ) নিকট নিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম : একে আপনি ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দিন যা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন উম্মে হানী (রাঃ) বললেন : মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে আমার কাছে এলেন এবং এসে একটি বড় বাটিতে পানি ভর্তি করিয়ে নিলেন। অতঃপর কাপড়ের পর্দা দিয়ে আড়াল করে গোসল করলেন। এরপর ঘরের চারিদিকে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং চাশতের আট রাক‘আত সালাত আদায় করলেন। এতে তাঁর কিয়াম, রুকু’, সাজদাহ এবং উপবেশন প্রায় সমান ছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি শুনে সেখান হতে বেরিয়ে এলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন : আমি কুরআনুল কারীম সম্পূর্ণটাই পাঠ করেছি, কিন্তু চাশতের সালাত কি তা আমি এর পূর্বে জানতামনা। আজ জানলাম যে, এটা **قَالَ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ** এই আয়াতের মধ্যেই রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন : **وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً** পক্ষীকুলও দাউদের সাথে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে অংশ নিত।

**كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ** সবাই ছিল তার অভিযুক্ত। অর্থাৎ তারা দাউদের (আঃ) আদেশ মেনে চলত এবং তাঁর সাথে সাথে তারাও আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করত। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) প্রমুখ যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন : তারা তাঁর হুকুম মেনে চলত। (তাবারী ২১/১৬৯) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

**وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ** আমি দাউদের রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। বাদশাহদের যতগুলি জিনিসের প্রয়োজন সবই তাঁকে দেয়া হয়েছিল। ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে করা হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী। এরপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ آمِي تাকে হিকমাত দান করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাত অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান ও নিপুণতা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল আল্লাহর কিতাব এবং তাতে যা রয়েছে তার অনুসরণ। সুদী (রহঃ) বলেন যে, এখানে হিকমাতের অর্থ হল নাবুওয়াত। (তাবারী ২১/১৭১) মহান আল্লাহর উক্তি :

وَفَصَّلَ الْخُطَابَ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ফাইসালাকারী বাগ্মিতা অর্থাৎ বিবাদ মীমাংসার সুন্দর নীতি। যেমন সাক্ষী নেয়া, শপথ করানো। শুরাইহ আল কাযী (রহঃ) এবং আশ শা'বী (রহঃ) বলেন যে, وَفَصَّلَ الْخُطَابَ এর অর্থ হচ্ছে শপথ করা এবং সাক্ষ্য দেয়া। (তাবারী ২১/১৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে অভিযোগকারীর পক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করা অথবা অভিযুক্তের পক্ষে শপথ করে বলা। (তাবারী ২১/১৭৩) এখানে ঐ বার্তার ব্যাপারে বলা হয়েছে যা নাবী/রাসূলগণ তাঁদের অনুসারীদের কাছে বর্ণনা করেন এবং অনুসারীরা তা বিশ্বাস করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করে। কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য এটাই পথের দিশারী যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত আইন মেনে চলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়ম রাখবে। আবু আবদুর রাহমান আস সুলাইমী (রহঃ) এরূপ মন্তব্য করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : অতি মনোযোগের সাথে অভিযোগ শ্রবণ করা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সঠিক বিচার মীমাংসা করা। (তাবারী ২১/১৭২) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ইহা হল বাক্য এবং বিচারে বিশুদ্ধ থাকা এবং উপরে যা বর্ণিত হয়েছে তা'ও। আসলে এই অর্থই হওয়া উচিত এবং ইব্ন জারীরও (রহঃ) এ মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২১/১৭৩)

২১। তোমার নিকট  
বিবাদকারী লোকের বৃত্তান্ত  
পৌছেছে কি, যখন তারা  
প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এল  
ইবাদাতখানায় -

۲۱. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ  
تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

২২। এবং দাউদের নিকট  
পৌছল, তখন তাদের

۲۲. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ

কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল।  
তারা বলল : ভীত হবেননা,  
আমরা দুই বিবাদমান পক্ষ -  
আমরা একে অপরের উপর  
যুল্ম করেছি; অতএব  
আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার  
করুন, অবিচার করবেননা  
এবং আমাদেরকে সঠিক পথ  
নির্দেশ করুন।

مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ  
بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُمَ  
بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا  
إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

২৩। এ আমার ভাই, এর  
আছে নিরানব্বইটি দুশ্মা এবং  
আমার আছে মাত্র একটি  
দুশ্মা; তবুও সে বলে আমার  
জিম্মায় এটি দিয়ে দাও,  
এবং কথায় সে আমার প্রতি  
কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।

২৩. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ  
وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً  
فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

২৪। দাউদ বলল : তোমার  
দুশ্মাটিকে তার দুশ্মাগুলির  
সাথে যুক্ত করার দাবী করে  
সে তোমার প্রতি যুল্ম  
করেছে। শরীকদের অনেকে  
একে অন্যের উপর অবিচার  
করে থাকে, করেনা শুধু  
মু'মিন ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা  
এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প।  
দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি  
তাকে পরীক্ষা করলাম।  
অতঃপর সে তার রবের নিকট

২৪. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ  
نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ



ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল। [সাজদাহ]	وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۱﴾
২৫। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।	۲۵. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿۲﴾

### দুই অনুপ্রবেশকারীর ঘটনা

তাফসীরকারগণ এখানে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই ইসরাঈলী রিওয়াযাত হতে নেয়া হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসনাদ ইব্ন আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে বটে, কিন্তু ওর বর্ণনাধারা সঠিক নয়। কেননা ইয়াযীদ রাকাশী নামক এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যিনি খুব সৎ লোক হলেও নিঃসন্দেহে দুর্বল। সুতরাং উত্তম কথা এই যে, কুরআনুল কারীমে যা আছে তাই সত্য এবং যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে তাই সঠিক।

فَفَزَعَ مِنْهُمْ দু'জন লোককে তার নিজস্ব কক্ষে দেখে দাউদের (আঃ) ভীত হওয়ার কারণ এই যে, তিনি নির্জন কক্ষে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং প্রহরীদেরকে ঘরের মধ্যে সেই দিন কেহকেও প্রবেশ করতে দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দু'জনকে ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ এর ভাবার্থ হচ্ছে : কথা-বার্তায় সে আমার উপর জয়লাভ করেছে এবং আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।

دَاوُدَ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَتَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (আঃ) বুঝে ফেলেন যে, এটা তাঁর উপর মহান আল্লাহর পরীক্ষা। সুতরাং তিনি রুকু' ও সাজদাহ করে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মহান আল্লাহ বলেন :

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে কাজ সাধারণের জন্য সাওয়াবের হয় সেই কাজটিই বিশিষ্ট লোকদের জন্য পাপের হয়ে থাকে।

## সূরা সাদ এর সাজদাহ প্রসঙ্গ

এ আয়াতটি (৩৮ : ২৪) সাজদাহর আয়াত কি-না এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে সাজদাহ যরুরী নয়, এটাতো সাজদায়ে শোক্র। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, **ص** এর মধ্যে সাজদাহ বাধ্যতামূলক নয়। তিনি বলেন : তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতে সাজদাহ করতে দেখেছি। (ফাতহুল বারী ২/৬৪৩, আবু দাউদ ২/১২৩, তিরমিযী ৩/১৭৬, নাসাঈ ৬/৩৪২, আহমাদ ১/৩৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

সুনান নাসাঈতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সাজদাহ করার পর বলেন : দাউদের (আঃ) জন্য এই সাজদাহ ছিল তাওবাহর এবং আমাদের জন্য এ সাজদাহ হল শোকরের। (নাসাঈ ২/১৫৯)

আল আওয়াম (রহঃ) বলেন যে, তিনি মুজাহিদকে (রহঃ) সূরা সাদের সাজদাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলাম : আপনি কেন সাজদাহ করেন? তখন তিনি এই দলীল পেশ করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেন :

وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ

আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান। (সূরা আন‘আম, ৬ : ৮৪)

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَةً

এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। (সূরা আন‘আম, ৬ : ৯০)

তাহলে বুঝা গেল যে, তাঁদের অনুসরণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দাউদ (আঃ) সাজদাহ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই সাজদাহ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৫)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মিম্বরের উপর সূরা সাদ পাঠ করেন। সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন ও সাজদাহ করেন। তাঁর সাথে অন্যান্য সবাই সাজদাহ করেন। অন্য একদিন মিম্বরের উপর তিনি এই সূরাটি পাঠ

করেন। যখন তিনি সাজদাহর আয়াতে পৌঁছেন তখন জনগণ সাজদাহর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ দেখে তিনি বলেন : এটা কিছ্র ছিল দাউদের (আঃ) তাওবাহর সাজদাহ। আর আমি দেখছি যে, তোমরাও সাজদাহর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছ? অতঃপর তিনি মিস্রর হতে নেমে সাজদাহ করেন। (আবু দাউদ ১৪১০) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ আমার নিকট দাউদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। কেননা তিনি ছিলেন তাওবাহকারী এবং স্বীয় রাজ্যে তিনি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে : সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নূরের মিস্ররের উপর রাহমানের (আল্লাহর) ডান দিকে অবস্থান করবে, আল্লাহর উভয় হাতই ডান, তারা ঐ সব সুবিচারক যারা তাদের পরিবার-পরিজন ও অধীনস্তদের প্রতি সুবিচার করে। (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

২৬। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে।

۲۶. يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰۤى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

## নেতা ও শাসকদের প্রতি উপদেশ

এই আয়াতে শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফাইসালা করে। তারা যেন খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করে। কেননা এটা তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম আবু যুর'আহ (রহঃ), যিনি আহলে কিতাবীদের ধর্মগ্রন্থও পাঠ করেছেন, তাকে (আবু যুর'আহকে (রহঃ)) তৎকালীন বাদশাহ ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক একবার প্রশ্ন করেন : খলিফাকেও কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসাব দিতে হবে? আপনিতো কিতাবীদের প্রথম দিকের কিতাব পাঠ করেছেন এবং কুরআনও পাঠ করেছেন। তাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানা আছে। উত্তরে আবু যুর'আহ (রহঃ) বলেন : সত্য কথা বলব কি? খলিফা জবাব দিলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই সত্য কথা বলুন, আপনাকে আল্লাহর নামে সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা দান করা হল। তখন আবু যুর'আ (রহঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! দাউদের (আঃ) মর্যাদা আপনার চেয়ে বহুগুণে বেশী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খিলাফাতের সাথে সাথে নাবুওয়াতও দান করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবে তাঁকে ধমকের সুরে বলা হয়েছে :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। আর জেনে রেখ, যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে পরের কথাটিকে পূর্বে এবং পূর্বের কথাটিকে পরে আনা হয়েছে। ভাবার্থ হল : তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে বলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। (তাবারী ২১/১৮৯)

সুন্দী (রহঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হল : তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এই কারণে যে, তারা হিসাবের দিনের জন্য আমল জমা করেনি। আয়াতের শব্দগুলির সাথে এই উক্তিটিরই বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন। (তাবারী ২১/১৮৯)

<p>২৭। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।</p>	<p>۲۷. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ</p>
<p>২৮। যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব?</p>	<p>۲۸. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ</p>
<p>২৯। এক কল্যাণময় কিতাব ইহা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে।</p>	<p>۲۹. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ</p>

### পৃথিবী সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিচক্ষণতা

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি বৃথা ও অনর্থক নয়। এগুলো একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর এমন একদিন আসবে যে দিন মান্যকারীদের মাথা উঁচু হবে এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি

দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ কাফিরদের ধারণা এই যে, আমি তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তাদের ধারণা আখিরাতে ও পারলৌকিক জীবন বলতে কিছুই নেই। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিয়ামাতের দিনটি তাদের জন্য হবে খুবই ভয়াবহ। কেননা ঐ আগুনে তাদেরকে জ্বলতে হবে যে আগুনকে আল্লাহর মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ফুঁক দ্বারা প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহভীরু ও অপরাধীকে এক জায়গায় রাখবেন এটা অসম্ভব। যদি কিয়ামাতই না হত তাহলে এদের উভয়ের ফলাফল একই হত। কিন্তু এটাতো অবিচারমূলক কথা। কিয়ামাত অবশ্যই হবে। সৎকর্মশীলরা জান্নাতে যাবে এবং পাপীরা যাবে জাহান্নামে। সুতরাং জ্ঞানের চাহিদাও এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হোক। আমরা দেখি যে, একজন যালিম পাপী গর্বভরে আল্লাহ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ায় সে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ইত্যাদি সবই তার রয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন আল্লাহভীরু, সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি একটি পয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, সুখ-শান্তি তার ভাগ্যে জুটেনা। তখন মহাবিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক আল্লাহর চাহিদা এটাই যে, এমন এক সময়ও আসবে যখন এই নিমকহারাম ও অকৃতজ্ঞকে তার দুষ্কর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং ঐ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অনুগত ব্যক্তিকেও তার সৎকর্মের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। আর পরকাল এটাই। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, এই জগতের পর আর একটি জগত অবশ্যই রয়েছে। এই পবিত্র শিক্ষা কুরআন কারীম হতে লাভ করা যায় এবং এটাই মানুষের সৎপথের দিশারী। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করেছে, কিন্তু কুরআনের উপর আমল করেনি এবং কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও করেনি, তার কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করায় কোনই লাভ নেই।

৩০। আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।	<p>৩০. وَوَهَبْنَا لِذَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ</p>
৩১। যখন অপরাহে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল -	<p>৩১. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِرَتُ الْجَيَادُ</p>
৩২। তখন সে বলল : আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।	<p>৩২. فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ</p>
৩৩। ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।	<p>৩৩. رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ</p>

### সুলাইমান ইবন দাউদ (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা দাউদকে (আঃ) যে একটি বড় নি'আমাত দান করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি সুলাইমানকে (আঃ) তাঁর নাবুওয়াতের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। এ জন্যই সুলাইমানের (আঃ) উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ দাউদেরতো (আঃ) আরও বহু সন্তান ছিল। দাসীরা ছাড়াও তাঁর একশ' জন স্ত্রী ছিল। সুতরাং সুলাইমান (আঃ) দাউদের (আঃ) নাবুওয়াতের ওয়ারিশ হয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী। (সূরা নামল, ২৭ : ১৬) অর্থাৎ

নাবুওয়াতের ওয়ারিশ হলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। অর্থাৎ তিনি বড়ই ইবাদাতগুয়ার ছিলেন এবং খুব বেশী আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافَاتُ الْجِيَادُ সুলাইমানের (আঃ) রাজত্বের আমলে তাঁর সামনে তাঁর ঘোড়াগুলো হাযির করা হয় যেগুলো ছিল খুবই দ্রুতগামী। মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওগুলো তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকত এবং এক পা উঁচু করে রাখত। আর ওগুলির গতি ছিল খুবই দ্রুত। (তাবারী ২১/১৯২, ১৯৩) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। একটি উক্তি এও আছে যে, ওগুলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া, যেগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ। ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) ঘোড়াগুলোর সংখ্যা বিশ হাজার বলেছেন। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

সুনান আবু দাউদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অথবা খাইবারের যুদ্ধ হতে ফিরছিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করছেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে ঘরের এক কোণের পর্দা সরে যায়। ঐ জায়গায় আয়িশার (রাঃ) খেলনার পুতুলগুলো রাখা ছিল। ওগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি পড়লে তিনি আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : ওগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন : ওগুলো আমার পুতুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পান যে, ওগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়ার মত কি যেন বানানো রয়েছে যাতে কাপড়ের তৈরী দু’টি ডানাও লাগানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি? উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বললেন : এটা ঘোড়া। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : কাপড়ের তৈরী ওর উপরে দুই দিকে ও দুটো কি? তিনি জবাব দিলেন : এ দুটো ওর ডানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ঘোড়াও ভাল এবং ডানা দুটিও উত্তম। তখন আয়িশা (রাঃ) বললেন : আপনি কি শুনেছেন যে, সুলাইমানের (আঃ) ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠলেন। এমনকি তাঁর মাড়ির শেষ দাঁতটিও দেখা গেল। (আবু দাউদ ৫/২২৭)

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ



সুলাইমান (আঃ) ঘোড়াগুলো দেখতে গিয়ে এত ভুলো মন হয়ে গেলেন যে, তাঁর আসরের সালাতের খেয়ালই থাকলনা। সালাতের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ হয়ে গেলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিন যুদ্ধে মগ্ন থাকার কারণে আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি। সূর্যাস্তের অনেক পর ঐ সালাত আদায় করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর উমার (রাঃ) কুরাইশ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিতে দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন এবং বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : এখন পর্যন্ত আমিও সালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি। অতঃপর তাঁরা বাতহান নামক স্থানে গিয়ে অযু করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন এবং এর পরপরই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। (ফাতহুল বারী ২/৮২, মুসলিম ১/৪৩৮)

رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : এর পরেই সুলাইমান (আঃ) ঐ ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করেন। তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন : এগুলোতো আমাকে আবার আমার রবের ইবাদাত হতে উদাসীন করে ফেলবে। (তাবারী ২১/১৯৫) সুদী (রহঃ) বলেন যে, অতঃপর অস্ত্রের সাহায্যে ঐ ঘোড়াগুলোর পায়ের পেশী এবং ঘাড় কেটে ফেলা হয়। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সুলাইমান (আঃ) শুধু ঘোড়াগুলোর কপাল, পা ইত্যাদির উপর হাত ফিরিয়েছিলেন। (তাবারী ২১/১৯৬) ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন : বিনা কারণে জন্তুকে কষ্ট দেয়া অবৈধ। ঐ জন্তুগুলোর কোনই দোষ ছিলনা যে, তিনি ওগুলো কেটে ফেলবেন। কিন্তু আমি বলি যে, হয়তো তাঁদের শারীয়াতে এ কাজ বৈধ ছিল, বিশেষ করে ঐ সময়, যখন ঐগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করল এবং সালাতের ওয়াক্ত সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল। তাহলে তাঁর ঐ ক্রোধ আল্লাহর জন্যই ছিল। আর এর ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ওগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী ও হালকা জিনিস দান করেছিলেন। অর্থাৎ বাতাসকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে বাতাস তাঁকে বয়ে নিয়ে যেত। বাতাস তাঁকে নিয়ে

ভোরে এক মাসের দূরত্বের পথ অতিক্রম করত এবং বিকেলে আর এক মাসের পথ অতিক্রম করত। বাতাসের গতি থাকত একটি শক্তিশালী ঘোড়া যত দ্রুত দৌড়াতে পারে তার চেয়ে বেশি দ্রুত গতি সম্পন্ন।

আবু কাতাদাহ (রহঃ) ও আবুদ দাহমা (রহঃ) প্রায়ই মাক্কা যেতেন। তাঁরা বলেন, একবার এক গ্রামে এক বেদুইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু দীনী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে এও ছিল : তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন। (আহমাদ ৫/৭৮)

<p>৩৪। আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিযুক্তী হল।</p>	<p>৩৪. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ</p>
<p>৩৫। সে বলল : হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা।</p>	<p>৩৫. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ</p>
<p>৩৬। তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।</p>	<p>৩৬. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ</p>
<p>৩৭। এবং শাইতানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।</p>	<p>৩৭. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ</p>

৩৮। এবং শৃংখলে আবদ্ধ করলাম আরও অনেককে।	<p>۳۸. وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ</p>
৩৯। এসব আমার অনুগ্রহ, এটা তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এ জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা।	<p>۳۹. هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ</p>
৪০। এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।	<p>۴۰. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ</p>

## আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করলেন এবং পরে সবকিছু তাঁর জন্য সহজ করে দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا

আমি সুলাইমানের (আঃ) পরীক্ষা নিয়েছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর  
(একটি দেহ) নিক্ষেপ করেছিলাম। এখানে আল্লাহর তরফ থেকে পরিস্কারভাবে  
জানানো হয়নি যে, جَسَدًا কি? তাই আমরা এ আয়াত থেকে এটাই বিশ্বাস করব  
যে, আল্লাহ সুবহানাছ সুলাইমানকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সিংহাসনের  
উপর جَسَدًا রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যদিও আমরা জানি না যে, جَسَدًا  
কি? এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় তা সবই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। তাই  
ঐ বর্ণনার সত্যতা যাচাই করা যাচ্ছেনা।

ثُمَّ أَنَابَ অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল। অর্থাৎ তাঁকে পরীক্ষা  
করার পর তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং আল্লাহ অভিমুখী হন এবং তাঁর  
কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে এমন রাজ্যের প্রার্থনা করেন যা তাঁর পূর্বে অন্য কেহকে

কখনও দেয়া হয়নি। তিনি বলেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ হে আমার রাব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনিতো পরম দাতা। কেহ কেহ এর অর্থ করেছেন : আমার পরেও আর যেন কারও অনুরূপ রাজ্যের প্রার্থনা করার অধিকার না থাকে। আয়াতের ভাবার্থে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণিত কয়েকটি হাদীস থেকেও অনুরূপ অর্থ প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : এক দুষ্ট জিন গত রাতে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার সালাত আদায়ে বাধা দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেছিলাম যে, মাসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখব যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু‘আর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। হাদীসের বর্ণনাকারী রাওহ (রাঃ) বলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুষ্ট জিনকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করে ছেড়ে দেন। (ফাতহুল বারী ১/৬৬০, মুসলিম ১/৩৮৪, নাসাঈ ৬/৪৪৩)

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তারপর

তিনি বলেন :

أَلْعَنَكَ بَلْعَنَةُ اللَّهِ তোমার উপর আমি আল্লাহর লা‘নত বর্ষণ করছি। এ কথা

তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যেন কোন জিনিস তিনি ধরতে চাচ্ছেন। তাঁর সালাত আদায় শেষ হলে আমরা বললাম

ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা সালাতে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আর আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখলাম (ব্যাপার কি?)। তিনি উত্তরে বললেন : আল্লাহর শত্রু ইবলীস জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আমার মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করার জন্য এসেছিল। তাই আমি তিনবার **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ** বলেছি। তারপর তিনবার তার উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষণ করেছি। কিন্তু তখনও সে সরে যাচ্ছিলনা। সুতরাং আমি তাকে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর শপথ! যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের (আঃ) দু’আ না থাকত তাহলে তাকে আমি শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলতাম এবং সে মাদীনার শিশুদের জন্য খেলার মাঠের খেলনা হিসাবে পরিণত হত। (মুসলিম ১/৩৮৫) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

**فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ** অতএব আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : সুলাইমান (আঃ) যখন আল্লাহর প্রেম ও মহব্বতে পড়ে ঐ সুন্দর, প্রিয়, বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা তাঁকে এগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম জিনিস দান করলেন। অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিলেন, যে বায়ু তাঁর এক মাসের পথ সকালে অতিক্রম করিয়ে দিত। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি এক মাসের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন। (তাবারী ২১/২০১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

**وَلَسَلِمْنَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحُهَا شَهْرًا**

সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সূরা সাবা, ৩৪ : ১২) মহান আল্লাহ বলেন :

**وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ** শাইতানদেরকেও তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। তারা বড়-বড় উঁচু-উঁচু ও লম্বা-লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করত যা মানবিক শক্তি বহির্ভূত ছিল। আর তাদের মধ্যে অনেকে ডুবুরীর কাজ করত। তারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসত যা অন্য কোথাও

পাওয়া যেতনা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ كَأَلْجَوَابٍ وَقُدُورٍ

رَّاسِيَتٍ

তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউস সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ় ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (সূরা সাবা, ৩৪ : ১৩) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَأَخْرَيْنَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করত কিংবা কাজে অবহেলা করত অথবা মানুষকে জ্বালাতন করত ও কষ্ট দিত। মহান আল্লাহ বলেন :

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ এগুলি হল আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবেনা। অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করেছি যেমন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, সুতরাং তুমি এখন যাকে ইচ্ছা দাও ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত কর, তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবেনা। অর্থাৎ তুমি যা করবে তা'ই তোমার জন্য বৈধ। তুমি যা চাও তা'ই ফাইসালা কর, ওটাই সঠিক।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হল (১) বান্দা ও রাসূল হওয়ার অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি বন্টন করবেন এবং তাঁর আদেশ পালন করে যাবেন অথবা (২) তিনি নাবী ও বাদশাহ হবেন। যাকে ইচ্ছা দান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবেন, তাঁর কোন হিসাব নেই। এ দু'টোর যে কোন একটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তখন তিনি জিবরাঈলের (আঃ) সাথে পরামর্শ করেন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করেন। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে এটাই উত্তম, যদিও নাবুওয়াত ও রাজত্ব বড় জিনিসই বটে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানের (আঃ) পার্থিব মান-মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পরই বলেন : আর (আখিরাতে) আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও গুণ পরিণাম।

<p>৪১। স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল : শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।</p>	<p>٤١. وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصَبٍ وَعَذَابٍ</p>
<p>৪২। আমি তাকে বললাম : তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়।</p>	<p>٤٢. أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ</p>
<p>৪৩। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।</p>	<p>٤٣. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ</p>
<p>৪৪। আমি তাকে আদেশ করলাম : এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।</p>	<p>٤٤. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ</p>

### আইউব (আঃ)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল আইউবের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁর চরম ধৈর্য ও কঠিন পরীক্ষার প্রশংসা করছেন। তাঁর ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করে। তাঁর দেহে রোগ দেখা দেয়।

এমনকি তাঁর দেহে সূঁচের ছিদ্রের পরিমাণ এমন জায়গাও বাকী ছিলনা যেখানে রোগ দেখা দেয়নি। তাঁর অন্তরে শুধু প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। আর তাঁর দারিদ্র অবস্থা এই ছিল যে, এক বেলার খাবারও তাঁর কাছে ছিলনা। ঐ অবস্থায় তাঁর কাছে এমন কোন লোক ছিলনা যে তাঁর খবরাখবর নেয়। শুধুমাত্র তাঁর এক স্ত্রী তাঁর কাছে থাকতেন ও তাঁর সেবা করতেন যার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্বামী প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি লোকদের বাড়িতে কাজ করে যা কিছু পেতেন তা দ্বারাই নিজের ও স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতেন। সুদীর্ঘ আঠারো বছর এ অবস্থাই থাকে। অথচ ইতোপূর্বে তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ছিল। এতে তাঁর সমকক্ষ আর কেহই ছিলনা। দুনিয়ার সুখ-শান্তির উপকরণ সবই তাঁর ছিল। কিন্তু সবই শেষ হয়ে যায় এবং শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাঁকে রেখে আসা হয়। আপন ও পর সবাই তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কেহ ছিলনা যে তাঁর অবস্থার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করে। শুধু তাঁর কাছে তাঁর এই পত্নীটিই ছিলেন যিনি সব সময় তাঁর সেবায় লেগে থাকতেন। শুধুমাত্র উভয়ের খাদ্য যোগারের জন্য তাকে অন্যের বাড়িতে মজুরী খাটতে যে সময়টুকু ব্যয় করতে হত ঐ সময়টুকুই বাধ্য হয়ে তিনি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতেন। অবশেষে আইউবের (আঃ) পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার এই মনোনীত বান্দা তাঁর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন :

أَيُّ مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনিতো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।  
(সূরা আশিয়া, ২১ : ৮৩)

وَإِذْ نَادَىٰ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنَى الشَّيْطَانِ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ  
স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহ্বান করে বলেছিল : শাইতানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তিনি এ প্রার্থনায় তাঁর শারীরিক দুঃখ কষ্ট এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট দূর করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন এবং বলেন :

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ  
তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়। পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করা মাত্রই সেখানে একটি প্রস্রবণ উঠলে উঠল। আল্লাহ



তা'আলার নির্দেশানুসারে তিনি ঐ পানিতে গোসল করলেন। ফলে তাঁর দেহের সব রোগ দূর হয়ে গেল এবং এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, তাঁর দেহে যেন কোন রোগ ছিলনা। আবার অন্য জায়গায় তাঁকে ভূমিতে পা দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়। আঘাত করা মাত্রই আর একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তাঁকে ঐ পানি পান করতে বলা হয়। ঐ পানি পান করা মাত্রই আভ্যন্তরীণ রোগও দূর হয়ে যায়। এভাবে বাহির ও ভিতরের পূর্ণ সুস্থতা তিনি লাভ করেন।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর নাবী আইউব (আঃ) দীর্ঘ আঠারো বছর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জড়িত ছিলেন। তাঁর আপন ও পর সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে আসত। একদিন তাদের একজন অপরজনকে বলল : আমার মনে হয়, আইউব (আঃ) এমন কোন পাপ করেছেন যে পাপ দুনিয়ার আর কেহই করেনি। তার সাথী জিজ্ঞেস করল : তুমি কেন এরূপ বলছ? সে বলল : কারণ তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর এ রোগে ভুগছেন, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করছেননা! পরদিন ভোরে দ্বিতীয় লোকটি প্রথম লোকটির এ কথা আইউবকে (আঃ) বলে দেয়। এ কথা শুনে আইউব (আঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং বলেন : কেন সে এ কথা বলল? অথচ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমি যখন কোন দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতাম এবং দু'জনই আল্লাহর নাম নিত আমি তখন বাড়ী গিয়ে তাদের দু'জনের পক্ষ হতে কাফফারা আদায় করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম। কেননা আমি এটা পছন্দ করতামনা যে, সত্য ব্যাপার ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া হোক (কেননা এতে আল্লাহর নামে বেয়াদবী করা হয় এবং এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার)।

ঐ সময় আইউব (আঃ) একাকী চলাফিরা করা এমন কি উঠা-বসাও করতে পারতেননা। তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন ও নিয়ে আসতেন। একদা তাঁর ঐ স্ত্রী হাযির ছিলেননা। তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁর শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করেন : তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। গোসল করার পর তার চেহারা এমন রূপ লাভ করল যে, রোগ-ভোগের পূর্বেও এত সৌন্দর্য তাঁর ছিলনা। দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর রুগ্ন স্বামীতো নেই,

বরং তাঁর স্থানে একজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুস্থ মানুষ বসে আছেন। তিনি তাঁকে চিনতে পারলেননা, তাই তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এখানে একজন আল্লাহর নাবী রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন তাঁকে দেখেছেন কি? আল্লাহর শপথ! তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তাঁর যেমন চেহারা ছিল, ঐ চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি দেখতে যেন প্রায় আপনার মতই ছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন : আমিই সেই ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন যে, আইউবের (আঃ) দু'টি গোলা ছিল। একটিতে গম রাখা হত এবং অপরটিতে রাখা হত যব। আল্লাহ তা'আলা দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। এক খণ্ড মেঘ হতে সোনা বর্ষিত হয় এবং ঐ সোনা দ্বারা গমের গোলা ভর্তি হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় মেঘখণ্ড হতেও সোনা বর্ষিত হয় এবং তা দ্বারা যবের গোলাটি ভর্তি করা হয়। (তাবারী ২১/২১১, হাকিম ৪/৪১৫)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আইউব (আঃ) নগ্ন হয়ে গোসল করছিলেন এমন সময় আকাশ হতে সোনার ফড়িং বর্ষণ হতে শুরু হয়। আইউব (আঃ) তাড়াতাড়ি ওগুলি স্বীয় কাপড়ে জড়িয়ে নিতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন : হে আইউব! তুমি যা দেখছ তা থেকে কি আমি তোমাকে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত করে রাখিনি? তিনি জবাবে বলেন : হে আমার রাক্ব! হ্যাঁ, সত্যিই আপনি আমাকে এসব হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত রেখেছেন। কিন্তু আপনার রাহমাত হতে আমি বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী নই। (বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩)

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ সূতরাং মহান আল্লাহ তাঁর এই ধৈর্যশীল বান্দাকে এরপর আবার উত্তম প্রতিদান ও উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁকে তিনি তাঁর সন্তানগুলিও দান করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী দেন। হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাঁর মৃত সন্তানগুলিকেও পুনর্জীবিত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরও বেশী দান করেন। (তাবারী ২১/২১২) এটা ছিল আল্লাহর রাহমাত যা তিনি আইউবকে (আঃ) তাঁর ধৈর্য, দৃঢ়তা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতিদান হিসাবে দান করেছিলেন। এটা বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ যে, ধৈর্যশীল লোকেরা পরিণামে এভাবেই স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ  
তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করনা। কোন কোন লোক হতে বর্ণিত আছে যে, আইউব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর কোন এক কাজের কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি শপথ করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ করার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশ' চাবুক মারবেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর শপথ পুরা করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রীর জন্য মোটেই তা যোগ্য ছিলনা। কারণ তিনি এমন সময় স্বামীর সেবায় লেগে থাকেন যখন তাঁর সেবা করার আর কেহই ছিলনা। এ জন্য বিশ্ব-জগতের রাব্ব পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হন এবং স্বীয় নাবীকে (আঃ) হুকুম করেন যে, তিনি যেন এক মুষ্টি তৃণ নেন (যাতে একশ'টি তৃণ থাকবে) এবং তা দ্বারা তাঁর স্ত্রীকে একবার আঘাত করেন এবং এভাবেই যেন নিজের শপথ পুরা করেন। এতে তাঁর শপথও পুরা হয়ে যাবে, আবার ঐ সতী-সাধ্বী ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণীর কোন কষ্ট হবেনা। আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, তাঁর যেসব সৎ বান্দা-বান্দী তাঁকে ভয় করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি হতে রক্ষা করেন।

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ  
আইউবের (আঃ) প্রশংসা করছেন যে, তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল পেলেন। তিনি তাঁর কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন! তিনি ছিলেন আল্লাহ অভিমুখী। তাঁর অন্তরে আল্লাহর খাঁটি প্রেম ছিল। তিনি তাঁর দিকেই সদা ঝুঁকে থাকতেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন, আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (সূরা তালাক, ৬৫ : ২-৩)

<p>৪৫। স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।</p>	<p>٤٥. وَادْخُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ</p>
<p>৪৬। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ।</p>	<p>٤٦. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ</p>
<p>৪৭। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।</p>	<p>٤٧. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ</p>
<p>৪৮। স্মরণ কর ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ' ও যুলকিফলের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।</p>	<p>٤٨. وَادْخُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ</p>
<p>৪৯। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস -</p>	<p>٤٩. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّأَبٍ</p>

### নাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য

আল্লাহ **وَادْخُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ** তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূলগণের (আঃ) ফাযীলাতের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদের সংখ্যা গণনা করছেন যে, তাঁরা হলেন ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূব (আঃ)।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন : **أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ** এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে দীনকে বুঝতে পারা। (তাবারী ২১/২১৫) কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন : দীনকে বুঝা এবং তা পালন করার জন্য তাদেরকে প্রবল শক্তি দেয়া হয়েছিল।

**إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ** আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল পরকালের স্মরণ। মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : পরকালে কামিয়াবী হওয়ার জন্য মেহনত করতে আমি তাদেরকে আদেশ করেছিলাম এবং এ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন কিছুই করতে বলা হয়নি। (তাবারী ২১/২১৮) সুদ্দী (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : পরকালকে স্মরণ করা এবং এর জন্য মেহনত করা। (তাবারী ২১/২১৮) মালিক ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রতি লোভ-ভালবাসা দূর করে দেন এবং পরকালের আবাস স্থলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা লোকদেরকে তাদের পরকালের বাসস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তা পাবার জন্য মেহনত করতে বলতেন। (তাবারী ২১/২১৭)

**وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ** তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কিয়ামাতের দিন উত্তম পুরস্কার ও উত্তম স্থান প্রদান করবেন। আল্লাহর দীনের এই মহান ব্যক্তির আল্লাহর খাঁটি ও বিশিষ্ট বান্দা।

**وَإِذْ كُرِيَ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ** ইসমাঈল (আঃ), ইয়াসাআ (আঃ) এবং যুলকিফলও (আঃ) আল্লাহর মনোনীত ও বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। তাঁদের অবস্থাবলী সূরা আশ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এখানে বর্ণনা করা হলনা।

**هَذَا ذِكْرٌ** তাদের ফাযীলাত বর্ণনায় তাদের জন্য উপদেশ রয়েছে যারা উপদেশ লাভ ও গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। সুদ্দী (রহঃ) বলেন : ভাবার্থ এটাও যে, কুরআন হল যিক্র অর্থাৎ নাসীহাত বা উপদেশ। (তাবারী ২১/২২০)

৫০। চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার।

৫০. جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ

	لَهُمُ الْآبُوابُ
৫১। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে।	۵۱. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ
৫২। আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা।	۵۲. وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَتْرَابٌ
৫৩। এটাই হিসাব দিনে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।	۵۳. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمٍ اَلْحِسَابِ
৫৪। এটাই আমার দেয়া রিয্ক যা নিঃশেষ হবেনা।	۵۴. إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ

### আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্তগণের জন্যই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থল

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎ বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের জন্য পরকালে উত্তম পুরস্কার ও সুন্দর সুন্দর বাসস্থান রয়েছে এবং রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। জান্নাতের দরযাগুলি তাদের জন্য বন্ধ থাকবেনা, বরং সব সময় খোলা থাকবে। দরযা খোলার কষ্টটুকুও তাদেরকে করতে হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

جَنَّاتٍ عِدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْآبُوابُ. مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ

সেখানে তারা সামিয়ানার নিচে আসীন হবে হেলান দিয়ে। আর সেখানে তারা বহুবিধ ফল-মূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। অর্থাৎ যে ফল অথবা যে সুরা পানাহারের তাদের ইচ্ছা হবে, হুকুমের সাথে সাথে পরিচারকের

দল সেগুলি এনে তাদের কাছে হাযির করবে।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

পান পাত্র, কুজা ও প্রস্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (সূরা ওয়াকিয়াহ, ৫৬ : ১৮)

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ الْأُتْرَابُ সেখানে তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না তরুণীগণ। তারা হবে সমবয়স্কা। তারা হবে অতি পবিত্র। তারা চক্ষু নীচু করে থাকবে এবং জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে। তাদের চক্ষু কখনও অন্যের দিকে উঠবেনা এবং উঠতে পারেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ এটাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ এসব গুণ বিশিষ্ট জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের সাথে করছেন যারা তাঁকে ভয় করে উত্তম আমল করেছে। তারা কাবর হতে উঠে, জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে এবং হিসাব হতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে এই জান্নাতে গিয়ে পরম সুখে বসবাস করবে, যা কখনও শেষ হবেনা, তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা এবং দূরেও সরিয়ে দেয়া হবেনা।

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এটাই তাঁর দেয়া রিয্ক যা কখনও নিঃশেষ হবেনা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯৬)

عَطَاءٍ غَيْرٍ مَّجْدُودٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৮) অন্যত্র তিনি বলেন :

هُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ২৫) তিনি আরও বলেন :

أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ

ওর ফলসমূহ এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন। (সূরা রাদ, ১৩ : ৩৫) এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে।

৫৫। এটা এরূপই! আর সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা -	৫৫. هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغْيِينَ لَشَرَّ مَعَابٍ
৫৬। জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল-	৫৬. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ
৫৭। এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আশ্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।	৫৭. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
৫৮। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।	৫৮. وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ
৫৯। এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারাতো জাহান্নামে জ্বলবে।	৫৯. هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ
৬০। অনুসারীরা বলবে : বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো পূর্বে ওটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ,	৬০. قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبِئْسَ



কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!	الْقَرَارُ
৬১। তারা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন!	٦١. قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ
৬২। তারা আরও বলবে : আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা?	٦٢. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ
৬৩। তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রোপের পাত্র মনে করতাম, নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?	٦٣. أَتُخَذُّنَّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ
৬৪। এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ প্রতিবাদ।	٦٤. إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

### বিপর্যয়কারীদের শেষ গন্তব্য স্থল

مَا أَبْأَسَتْ لِقَاءُ أَهْلِ النَّارِ لِقَاءُ يَوْمَئِذٍ وَلَا أَعْتَسَمَ ذَلِكُمْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ سُدَّةٌ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَذَابٍ مُّتَتَابٍ ۚ

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এবার তিনি অসৎ ও পাপী লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করত। তিনি বলেন যে, এই সব সীমালংঘনকারীর জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তা হচ্ছে অতি নিকৃষ্টতম স্থান। সেখানে তাদেরকে আগুন চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। সুতরাং ওটা খুবই নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

حِيم ঐ পানিকে বলা হয় যার উষ্ণতা ও তাপ মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর غَسَاق হল এর বিপরীত। অর্থাৎ যার শীতলতা সর্ব নিম্নে পৌঁছে গেছে, যা সহ্য করা খুবই কঠিন। সুতরাং এক দিকে আগুনের তাপের শান্তি এবং অন্য দিকে শীতলতার শান্তি! এ ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শান্তি তারা ভোগ করবে যা একটি অপরটির বিপরীত হবে।

وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরনের শান্তি। তাদেরকে অনুরূপ আরও অনেক শান্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এমন সব জিনিস দেয়া হবে যার বিপরীত জিনিসও তাদেরকে দেয়া হবে। যেমন অত্যধিক গরম পানি এবং ওর বিপরীত অত্যন্ত ঠান্ডা পানীয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : তাদেরকে বিভিন্ন বিপরীতমুখী শান্তি প্রদান করা হবে। (তাবারী ২১/২৩০)

মোট কথা, ঠাণ্ডার শান্তি আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শান্তি আলাদাভাবে হবে। কখনও গরম পানি পান করানো হবে এবং কখনও যাক্কুম বৃক্ষ ভক্ষণ করানো হবে। কখনও আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনও আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে।

### জাহান্নামবাসীদের মধ্যে বিতর্ক

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামীদের পরস্পর ঝগড়া করার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা একে অপরকে খারাপ বলবে ও তিরস্কার করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ...

যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৩৮) এভাবে এক দল অন্য দলকে অভিনন্দন না জানিয়ে বরং এক দল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে। প্রথম যে দলটি জাহান্নামে চলে যাবে ঐ দলটিকে জাহান্নামের দারোগা বলবে :

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ এইতো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারাতো

জাহান্নামে জ্বলবে। কারণ তারা জাহান্নামে বাস করবে। পূর্বে আগত জাহান্নামীরা পরবর্তী আগমনকারীদেরকে বলবে :

بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ তোমাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তখন আগমনকারী অনুসারীরা বলবে :

بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا তোমাদের জন্যওতো অভিনন্দন নেই। তোমরাইতো আমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করতে, যার ফল এই দাঁড়ালো? কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল! তারা আরও বলবে :

هَ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ হে আমাদের রাক্ব! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন! যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

قَالَتْ أُخْرَيْنَاهُمْ لِأُولَئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে : হে আমাদের রাক্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলেন : তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৮) কাফিরেরা জাহান্নামে মু'মিনদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পর বলাবলি করবে :

مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ আমাদের কি হল যে, আমরা যেসব লোককে বিপথগামী বলে গণ্য করতাম, অথচ তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে পরিচয় দিত, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিনা? তারা আরও বলবে : আমরা তো তাদেরকে আমাদের সাথে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছিনা! মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আবু জাহল বলবে : বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ) প্রমুখ লোকগুলো কোথায়? তাদেরকেতো দেখতে পাচ্ছিনা! মোট কথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবে : আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখছিনা? তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। জাহান্নামে

প্রবেশ করার পরেও দুনিয়ায় বসে তারা যে বিপথগামী হয়েছিল তা মনে করবেনা। তারা বলবে : তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা জাহান্নামের মধ্যেই কোথাও রয়েছে। কিন্তু এমন কোন জায়গায় রয়েছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ছেনা। তৎক্ষণাৎ জান্নাতীদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, যেমন মহা মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۖ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۚ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ ۖ وَنَادَاوُا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْنَا ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۚ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۚ أَهْتُمُولا ۚ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۚ

আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে : আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে : হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা পরকালকেও অস্বীকার করত। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের উর্ধ্বস্থানে) কিছু



৬৯। উর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিলনা।	<p>٦٩. مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ</p>
৭০। আমার নিকটতো এই অহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।	<p>٧٠. إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ</p>

### রাসূলের (সাঃ) বাণী মানুষের জন্য মূল্যবান বার্তা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন কাফির ও মুশরিকদেরকে বলেন : আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি তো তোমাদেরকে শুধু সতর্ককারী। আল্লাহ, যিনি এক ও শরীকবিহীন, তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই। তিনি একক। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুই তাঁর অধীনস্ত।

তিনি যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব জিনিসেরই মালিক। সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তিনি বড় মর্যাদাবান এবং মহা পরাক্রমশালী। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব এবং মহাপরাক্রম সত্ত্বেও তিনি মহাক্ষমাশীলও বটে। মহান আল্লাহ বলেন :

হে নাবী! তুমি বল : এটা এক মহাসংবাদ। তা হল আল্লাহ তা‘আলার আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করা। কিন্তু হে উদাসীনের দল! এরপরেও তোমরা আমার বর্ণনাকৃত প্রকৃত ও সত্য বিষয়গুলি হতে বিমুখ হয়ে রয়েছ! মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

হে নাবী! তুমি তাদেরকে আরও বল : আদমের (আঃ) ব্যাপারে মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল, যদি আমার কাছে অহী না আসত তাহলে সেই ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারতাম কি? ইবলীসের আদমকে (আঃ) সাজদাহ না করা,

মহামহিমাম্বিত আল্লাহর সামনে শাইতানের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং নিজেকে বড় মনে করা ইত্যাদির খবর আমি কি করে দিতে পারতাম?

<p>৭১। স্মরণ কর, তোমার রাব্ব মালাইকাকে বলেছিলেন : আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে।</p>	<p>٧١. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلِیْقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ</p>
<p>৭২। যখন আমি ওকে সুষম করব এবং ওতে আমার সৃষ্টি রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও।</p>	<p>٧٢. فَاِذَا سَوَّیْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗۤ سَاجِدِیْنَ</p>
<p>৭৩। তখন মালাইকা/ ফেরেশতারা সবাই সাজদাবনত হল -</p>	<p>٧٣. فَسَجَدَ الَّلْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ</p>
<p>৭৪। শুধু ইবলীস ব্যতীত; সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।</p>	<p>٧٤. اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۤ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ</p>
<p>৭৫। তিনি বললেন : হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সাজদাবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?</p>	<p>٧٥. قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ<sup>ط</sup> اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْاَعَالِیْنَ</p>
<p>৭৬। সে বলল : আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন</p>	<p>٧٦. قَالَ اَنَاۡ خَیْرٌۢ مِّنْهُ<sup>ط</sup> خَلَقْتَنِیْ</p>

এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে।	مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
৭৭। তিনি বললেন : তুই এখান হতে বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত।	۷۷. قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
৭৮। এবং তোর উপর আমার লানত স্থায়ী হবে, কর্মফল দিন পর্যন্ত।	۷۸. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
৭৯। সে বলল : হে আমার রাব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।	۷۹. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
৮০। তিনি বললেন : তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলি -	۸۰. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
৮১। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।	۸۱. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
৮২। সে বলল : আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব।	۸۲. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
৮৩। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।	۸۳. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ



৮৪। তিনি বললেন : তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি -	٨٤. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ
৮৫। তোর দ্বারা ও তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।	٨٥. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

### আদম (আঃ) এবং ইবলীসের ঘটনা

এ ঘটনাটি সূরা বাকারাহ, সূরা আ'রাফ, সূরা হিজর, সূরা ইসরা, সূরা কাহফ এবং সূরা সাদে বর্ণিত হয়েছে। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ মালাইকাকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেন যে, তিনি ঠনঠনে কালো মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করবেন। তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন যে, যখন তিনি তাকে সৃষ্টি করবেন তখন যেন তারা তাঁকে সাজদাহ করেন, যাতে আল্লাহর আদেশ পালনের সাথে সাথে আদমেরও (আঃ) অভিজাত্যতা প্রকাশ পায়। মালাইকা/ফেরেশতারা সাথে সাথে আল্লাহর আদেশ পালন করেন। কিন্তু ইবলীস এ আদেশ পালনে বিরত থাকে। সে মালাইকা/ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলনা। বরং সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। তার প্রকৃতিগত অশ্লীলতা এবং স্বভাবগত ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ পেয়ে গেল। সে আল্লাহর সাথে বাদানুবাদ করল এবং ঔদ্ধত্যতা প্রকাশ করল। মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন : হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সাজদাহবনত হতে তাকে কিসে বাধা দিল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, নাকি তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? সে বলল : আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সুতরাং মর্যাদার দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বহু গুণে উঁচু। ঐ পাপী শাইতান বুঝতে ভুল করল এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তাকে লাঞ্চিত ও নিগৃহীত করলেন, তাকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করলেন, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলেন, তাঁর দয়া থেকে পৃথক করে দিলেন এবং তার নামকরণ করলেন 'ইবলীস', যার অর্থ হচ্ছে তার জন্য আল্লাহর রাহমাতের আর কোন আশা থাকলনা। তাকে অভিশপ্ত করে সকল শান্তি থেকে বঞ্চিত করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইবলীস বলল : হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

মহান ও সহনশীল আল্লাহ, যিনি স্বীয় মাখলুককে তাদের পাপের কারণে তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেননা, ইবলীসের এ প্রার্থনাও কবুল করলেন এবং তিনি তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। কিয়ামাত পর্যন্ত ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকার আশ্বাস পেয়ে ইবলীস আরও বেপরোয়া হল এবং বলল :

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানকে পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদেরকে নয় যারা তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেন :

أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْتَنِكَ بِدُرِّيَّتِهِ إِلَّا قَلِيلًا

তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে বিনষ্ট করব। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬২) এই স্বতন্ত্রকৃতদের কথা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৫)

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ তিনি বললেন : তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোর দ্বারা ও

তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই। এখানে **حَقُّ** শব্দকে মুজাহিদ (রহঃ) পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, এর অর্থ হল : আমি স্বয়ং সত্য এবং আমার কথাও সত্য হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রহঃ) হতেই আর একটি রিওয়াযাতে রয়েছে যে, এর অর্থ হল : সত্য আমার পক্ষ হতে হয় এবং আমি সত্যই বলে থাকি। (তাবারী ২১/২৪২) অন্যেরা যেমন সুদী (রহঃ)

**حَقُّ** শব্দ দুটোকেই যবর দিয়ে পাঠ করে থাকেন। তিনি (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ শপথ করেছেন। আমি (ইবন কাসীর (রহঃ)) বলি যে, এ আয়াতটি

আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত :

وَلَيْكِن وَلَوْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য : আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৩) অন্যত্র মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزْأُكُمَّ جَزَاءً مَوْفُورًا

(আল্লাহ) বললেন : যা, জাহান্নামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা তোর অনুসরণ করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৩)

৮৬। বল : আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।	<p>১৬. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ</p>
৮৭। ইহাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।	<p>১৭. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ</p>
৮৮। এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে।	<p>১৮. وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ</p>

মহান আল্লাহ বলেন : قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ  
 হে মুহাম্মাদ! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাও : আমি দীনের দা'ওয়াত এবং কুরআনের আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছিনা। এর দ্বারা পার্থিব কোন লাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এরূপও নই যে, আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি অথচ আমি নিজের পক্ষ হতে তা রচনা করব। বরং আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা'ই আমি

তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। তাতে আমি সামান্য পরিমাণও কম-বেশী করিনা। এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আল আমাশ (রহঃ) এবং মানসুর (রহঃ) থেকে এবং তারা আবুদ দুহা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাসরুফ (রহঃ) বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কাছে গমন করি। তিনি আমাদেরকে বললেন : হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন মাসআলা জানে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে। আর যা জানেনা সে সম্বন্ধে যেন বলে : ‘আল্লাহই ভাল জানেন।’ (কুরতুবী ১৫/২৩০) ‘আল্লাহই ভাল জানেন’ বলাও তার জন্য জ্ঞানের পরিচায়ক, যে জানেনা। কেননা আল্লাহ তা‘আলাও তার নাবীকে এ কথাই বলতে বলেন :

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (ফাতহুল বারী ৮/৪০৯, মুসলিম ২/২১৫৫) তিনি তাঁর নাবীকে এ কথাও বলতে বলেন :

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : কুরআন হল মানব ও জিনদের জন্য উপদেশ যাদেরকে পরকালে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে :

لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَنَمَّا بَلَّغْ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৯) অন্য এক আয়াতে আরও আছে :

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالْنَارُ مَوْعِدُهُ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ : ১৭) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে। অর্থাৎ আল্লাহর কথার সত্যতা মানুষ সত্ত্বরই জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা এটা মৃত্যুর পর পরই এবং কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া মাত্রই জানতে পারবে। এ সবকিছু মানুষ মৃত্যুর সময় বিশ্বাস করবে এবং কিয়ামাতের দিন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবে।

সূরা সাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত।